ওঁ

বিজ্ঞানানন্দ মিশন

[প্রথম প্রকাশনা ২৫শে চৈত্র ১৩৮০ (ইং ৯ই এপ্রিল ১৯৭৪)]

"যথাযথ সত্য পালন করিয়া সত্যে প্রতিষ্ঠিত হও ইহা আমি আন্তরিক প্রার্থনা করিতেছি। —ভয় করিও না—সত্যই তোমাদের বল এবং সত্যই (তিনিই) ভরসা। জয় সত্যনারায়ণ! জয় সত্যের জয়! জয় সচ্চিদানন্দের জয়! জয় পরমানন্দের জয়! ওঁ তৎ সৎ ওঁ! ১।১।৬৫

—ঠাকুর শ্রীবিজ্ঞানানন্দ মহারাজ

ঠাকুর শ্রীশ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ

আজি প্রাণের সাগরে এসেছে জোয়ার জনম লগ্ন মাঝে
জাগে আকাশ বাতাস ধরণীর ধূলি অপরূপ রূপসাজে।
নামে স্বরগ মাধুরী দেহমন্দিরে বন্দিত মহিমায়
যেথা ভক্তি জ্ঞানের যুক্ত বেনীতে মুক্তি স্বপন ছায়।
এই জগতের হাসি-কান্নার মাঝে পথের দিশারী যারা,
আর হৃদয়ে যাঁদের বহে নিরবধি প্রীতি ও করুণা ধারা,
যাঁরা আপনি আচরি ধর্ম্মসাধনা শিখান ভক্তজনে
তুমি তাঁদেরই মাঝারে **বিজ্ঞানানন্দ** এসেছ পূণাক্ষণে।
কভু শান্তি সহাস করুণ বয়ান, নয়নে প্রেমের জ্যোতিঃ
কভু অনলোজ্জ্বল দীপ্ত প্রভায় করিছ বিশ্বারতি।
কভু তীব্র দিঠির গভীর আলোকে রঞ্জিত কর সবে,
তব বিজ্ঞানময় অমৃতের বাণী সুচির স্মরণে রবে।
আজি সেই সে পুণ্য জনম-লগ্ন আবার এসেছে ফিরে
মোরা প্রণতি পুষ্পে অর্ঘ্য রচিয়া রয়েছি তোমারে ঘিরে
তুমি দু'হাত তুলিয়া আশিষ করিও প্রার্থনা তব পাশে,
ওই দিব্য দিপ্তি-প্রসাদ যেন এ জীবনে নামিয়া আসে।

লালগোলা রাজ

— ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়

ওঁ নমঃ শ্রীগুরবে

ওঁ

ব্রহ্মাপঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

Brothers and Sisters,

I am taking the liberty of this publication to convey my request to you soliciting your co-operation in giving a Shape to our association which was formed since we came to our Master THAKUR BIGYANANANDA MAHARAJ and which earned a name formally known or called "BIGYANANANDA MISSION". One of the objects of our mission is to convey the massage given and left by our Master for the benefit of the society and the country and to show His ways and means to the people to get rid of their sorrows and sufferings. The Mission will also seek to preserve the personal effects of our Master by constructing a building (Math or Ashram). We also intend to collect materials, informations and advices of our Thakur which are in the possession of our brothers and sisters.

Our Master (Thakur Bigyanananda Maharajji) has given the secret of religious science which can be understood easily by the people of 1970's who are living in highly civilised society. His approach to religions science is based on "reality" to the exclusion of "imagination" and it is very simple. "Build your character" is His words. He also adds that sorrows and sufferings will go-away from you if you are sincere in your approch and attempt in building your own character.

By the grace of our "Thakur" and with the blessings of our "Mother" if we can give a shape in the activities of the mission, I can assure you, my dear brothers and sisters who ever will participate in the work of the mission shall be rewarded by our master as you will find in his own words appearing in this publication.

A very limited and blessed few knew to a little extent of the identity of our Master--and this also happened because of the pleasure of Him. Amongst those limited few persons our Master has already withdrawn three of them namely Suhas Bose (Paresh)

George Washington Roy (G.W. Roy) and Priti Kumar Seth (Ganga) from this world.

It is Washington who has named my Master "THAKUR" and called his wife 'MOTHER' first. It is he (Washington) who wanted to spread the name of our Master in the society for the benefits of the people at large. With him Paresh also fully participated. When both of them left this world I found in Ganga a strong desire to purchase the house where our Master lived and which is considered to be a place of Purity i.e 'PITHASTHAN'. He also shared the view of Washington. He also passed away.

In this context I have been prompted to come forward with the request which I made in the begining, to solicit your sincere co-operation in the matter of extending the activities of our Mission which would be rendering a great service to the society as well as to self. I am repeating my Master's call in asking you to come out of the den of imagination and to be practical "কল্পিত সত্য সত্য নহে" said Guru Maharaj. Jay Bigyanananda Maharaj, Jay Guru Maharaj, Jai Satya Narayan, Om Tat Sat Om.

Dated. 1st April '74

Lenin Roy

"জ্ঞাতসারে মিথ্যাকে 'সত্য' বলিয়া চালানর ফলস্বরূপ যে জ্বালায় আমরা জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি—তাহার প্রতিকারার্থে আমরা যে যথার্থ পথেই চলিতে চাই। আমরা নিজেরাই যে এই প্রচলিত মিথ্যার প্রচলন করিয়াছি। জ্বর জ্বর তনু, ব্যাথার ভারে নুব্জ— তথাপি ভাবিতেছি ইহার দ্বারাই নিষ্কৃতি পাইব।
সত্য সর্ব্বমঙ্গলময়—তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে থাকিলে— দুঃখ আসিবে কেন? তিনি যে দুঃখ হরণ" ১।৪।৬৫

—ঠাকুর বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ।

ওঁ নমঃ শ্রীগুরুবে

ওঁ

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

[বাংলায় ভাবানুবাদ করেছেন শ্রীবিজয় কৃষ্ণ রায়।]

ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ,

এই পুস্তিকা প্রকাশের সুযোগে আমি আপনাদের কাছে একটি অনুরোধ জানাতে এসেছি। আমাদের **ঠাকুর বিজ্ঞানানন্দ মহারাজজীর** পূতঃ সংস্পর্শজাত যে পবিত্র ঐক্যবোধ আমরা পরস্পর নিরবিচ্ছিন্নভাবে অনুভব করে এসেছি তাই **বিজ্ঞানানন্দ মিশন** নামে এক সঙ্ঘ রূপে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। কল্যাণময় কর্ম্মধারার মাধ্যমে সঙ্ঘের সংহত ও সুগঠিত রূপ দিবার কামনায় আমি আপনাদের সহযোগীতা প্রার্থনা করি।

মিশনের অন্যতম লক্ষ্য হ'ল আমাদের ঠাকুর যে সকল অমৃত বাণী দিয়ে গিয়েছেন এবং রেখে গিয়েছেন সেইগুলি সমাজের ও দেশের মঙ্গলের জন্য প্রচার করা। লোকে যাতে দুঃখ ও কষ্টের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় তার পন্থা ও উপায়-গুলি তাদের দৃষ্টিতে তুলে ধরা। নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করে (মঠ বা আশ্রম) আমাদের **ঠাকুরের** ব্যক্তিগত ব্যবহারের সামগ্রী সমূহ রক্ষা করতেও মিশন সচেষ্ট হবে। ঠাকুরের ব্যবহৃত দ্রব্য, তাঁর সম্বন্ধে নানা তথ্য এবং তাঁর উপদেশাবলী বহু ভাই-বোনের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। সেইগুলিও সংগ্রহ করতে আমরা ইচ্ছুক।

বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকের উন্নত সভ্য সমাজের লোকের পক্ষেও সহজে গ্রহণযোগ্য হয় এইরূপ ভাবেই আমাদের ঠাকুর ধর্ম্ম বিজ্ঞানের রহস্য উন্মোচন করেছেন। তাঁর ধর্ম্ম-সাধনার ধারা বাস্তব সম্মত, কল্পনা বর্জ্জিত এবং অতি সরল। তাঁর কথা হ'ল **"চরিত্র গঠন কর"**। তিনি আরও বলেছেন যে চরিত্র গঠনের সাধনা ও চেষ্টা আন্তরিক হ'লে দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যায়। ঠাকুরের করুণায় ও মায়ের আশীর্ব্বাদে মিশনের কর্ম্মধারায় আমরা যদি একটি সুষ্ঠু রূপ দিতে পারি তবে এই পুস্তিকায় ঠাকুরের বাণীর উদ্ধৃতি অনুসরণে আমার প্রিয় ভাই ও বোনদেরকে এই আশ্বাস দিতে পারি যে যারা এই কর্ম্মযজ্ঞে নিজেদেরকে যুক্ত করবেন তাঁরা অবশ্যই ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ লাভে ধন্য হইবেন।

অতি অল্প সংখ্যক ভাগ্যবান ভক্তই ঠাকুরের স্বরূপ কিছুটা বুঝতে পেরেছিলেন এবং ঠাকুরের করুণাতেই তাহা সম্ভব হয়েছিল। এইরূপ অল্প কয়েকজনের তিনজনকে সুহাস বসু (পরেশ), জর্জ্জ ওয়াশিংটন রায় (Mr.G.W.Roy) এবং প্রীতি কুমার শেঠ (গঙ্গা)-কে তিনি পৃথিবী থেকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। ওয়াশিংটনই প্রথম যে আমাদের গুরু মহারাজকে "ঠাকুর" এবং তাঁর সহধর্ম্মিনীকে "মা" বলে সম্বোধন করে। তারই (ওয়াশিংটন) অভিলাষ ছিল লোকহিতার্থে সমাজে ঠাকুরের নাম প্রচার করা। তার সঙ্গে পরেশও পূর্ণ সহযোগী ছিল। তারা উভয়েই পৃথিবী থেকে প্রয়াণ করলে ঠাকুর যে গৃহখানিতে বাস করে গিয়েছেন—পবিত্রতার স্থান বা পীঠস্থান জ্ঞান করেন সেই গৃহখানি ক্রয় করবার তীব্র ইচ্ছা গঙ্গাকে পোষণ করতে দেখেছি সে ও ওয়াশিংটনের যে মত তাই পোষণ করত। সেও চলে গেল। এইরূপ পরিপ্রেক্ষিতে আমি আপনাদের কাছে এগিয়ে আসবার প্রেরণায় পূর্ব্বে যে অনুরোধ করেছি তারই পুনরাবৃত্তি করে আপনাদের আন্তরিক সহযোগীতা প্রার্থনা করছি যাতে মিশনের কর্ম্মধারার সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে আমরা সকলে সমাজের সেবা ও আত্মোপলব্ধির সাধনা করতে পারি।

ঠাকুরের আহ্বান পুনরাবৃত্তি করে বলতে চাই আপনারা কল্পনার বদ্ধ গুহা ত্যাগ করে বাস্তবতার পথ গ্রহণ করুণ। গুরু মহারাজ বলতেন "কল্পিত সত্য—সত্য নহে"। জয় বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ—জয় গুরু মহারাজ—জয় সত্য নারায়ণ—ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

তাং ১-৪-৭৪

—লেনিন রায়

স্ট্রাক্চারটাকে ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইবার জন্যই
আসন মুদ্রা ইত্যাদির প্রয়োজন—কিন্তু উদ্দেশ্য নিজেকে খুঁজে পাওয়া।

১৪।১।৬৫

—ঠাকুর বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ

শ্রীশ্রী মৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজজী স্মরণে

ওঁ নমো রামকৃষ্ণ দেবায়

স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্ম স্বরূপিণে।
অবতার বরিষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণ দেবায় নমঃ॥

হে মহাজীবন

শ্রীপুষ্পিতা রঞ্জন মুখোপাধ্যায় (ভাগবত রত্ন)

জীবনের চলার পথে আমাদের বহু পথিকের সহিত দেখা হয়—তাহারা চকিতে নিমেষে মিলিয়া যায়, কাহারো সহিত বা হৃদয়ের ক্ষণিক প্রীতির সম্পর্ক হয় আবার কেহ কেহ চির জীবনসাথী হইয়া থাকিলেও হৃদয় আমাদের উপবাসী থাকে কিন্তু ভাগ্যক্রমে কোন কোন মহাপুরুষ সাধু বা মহাত্মার সহিত দেখা হইলে সে দেখা হৃদয়ের অন্তঃস্থলে গভীর পরশ রাখিয়া যায়। তিনি আমার একান্ত আপন।

আমার জীবন পথে স্নিগ্ধ কিরণ স্মিত হাস্য লইয়া আমার সমুখে এসেছিলেন যে "পথিক" তিনি আমার চলার পথে উজান করা ছবি—**স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ**।

সে আজ ১৪।১৫ বছর আগেকার কথা। সন তারিখ মনে হয় এপ্রিল মাসের একদিন আমার সোদরপম বন্ধু লেনিন রায় শান্তশীল যুবক আমায় আমন্ত্রণ জানালো যে তাঁর গুরুদেবের জন্মবার্ষিকীতে ভাগবত পাঠ করিতে হইবে। সানন্দে স্বীকৃত হইলাম। বেশ বিরাট প্যাণ্ডেল, অনেক ভক্ত নরনারী সমাগত, সেখানেই পরিচয় করাইয়া দিলেন লেনিন ভাই। তাঁকে প্রথম দেখলাম। বিস্ময়ে পুলকে লক্ষ্য করিলাম দুটী চোখ, সে চোখের দৃষ্টি উদাস, সে চোখের ভাষা জানাচ্ছে যে আমি এ জগতের লোক নই—। আজানু লম্বিত বাহুর মানুষটি স্বল্প বাক্। ভাগবত পাঠ করিতে পূর্ব্বে অনুমতি প্রার্থনা করিলাম—মিষ্টি হাসি; সেই ফাল্ ফেলে চাহনি —স্নেহের স্পর্শ পেলাম, মনে হল ইনি যেন কত দিনের চেনা ওঁকে দেখেই মনে হলো তিনি অতি নিকট-শান্তি-সুখ-সুধা। সেদিন পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ পেয়েছিলাম। তারপর প্রতি জন্মবার্ষিকীতে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। বাড়ীতেও দু'তিনবার গিয়েছি। একবার তাঁর নিকট মালা জপ করার সম্বন্ধে একটু নিয়মের কথা জানিতে চাই, তিনি মালা লইয়া আমাকে পদ্ধতি দেখাইয়া দিলেন; সেই হিসাবে তিনি আমার গুরু—একথা বলিয়া গর্ব অনুভব করিতে পারি।

এরপর এই মহাপুরুষের জীবনের ইতিহাস জানিতে কৌতূহল হইল। জানিলাম বিজ্ঞানানন্দজী

পূর্ব্ব আশ্রমে আমাদেরই মত সংসারী ছিলেন। ধনীর সন্তান জীবনে ভোগ বিলাসীতা ছিল প্রচুর। খুব দামী সিগারেট, মিহি ধুতি এবং তদনুযায়ী বেশ-ভূশা—এই রকম বিলাসী জীবনই ছিল তার জীবনের চলার ধারা। একদিন শ্যামের বাঁশী বাজিয়া উঠিল, যে লোক কোনদিন মঠ, মন্দির সাধু সন্তর কোন সংবাদই রাখিতেন না তাঁহারি জীবনে এক শুভ মুহূর্ত্তে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ও তাঁর দর্শন তাঁহার জীবনের গতিকে অন্য পথে লইয়া গেল।

একদিন অজিতবাবু (পূর্ব্বাশ্রমের নাম) শৌচাগারে গিয়াছেন। হঠাৎ সামনেই নজর পরিল একজন প্রৌঢ় বয়স্ক লোক, কাঁচা-পাকা দাড়ি, তাঁহার সামনে বসিয়া স্মিত হাস্যে চাহিয়া আছেন সে মূর্ত্তি নির্ব্বাক হইলেও বিস্ময় ও পুলক জাগাইল—আশ্চর্য এই বদ্ধ ঘরের মধ্যে কে এই অচিন্তিত আগন্তুক। শৌচাগার হইতে বাহির হইয়া আসিয়া এই দর্শনের কথা সকলকে বলিলেন। ইহা দৃষ্টি ভ্রম কিনা ইহা জানিবার জন্য চক্ষু চিকিৎসকের নিকট চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। চক্ষু চিকিৎসক বলিলেন দৃষ্টি শক্তি অক্ষুন্ন আছে। ইতিমধ্যে তাহার মধ্যে উদাসীন ও নির্লিপ্ত ভাব প্রবল হইয়া উঠিল। যে জীবন মন্দাক্রান্তা ছন্দে চলিতেছিল তাহাতে যেন ছেদ পড়িল। সর্ব্বদা উদাসীন ভাব। অন্যমনস্ক। এর তিন দিন পর একদিন ইজিচেয়ারে বসিয়া সিগারেট পান করিতেছেন। উদাসীন মনের সহিত তাল রাখিয়া ধূম্র কুণ্ডলী সৃষ্টি করিতেছেন। হঠাৎ ওই সময় উক্ত ঘরে গভীর নীরবতা নামিয়া আসিয়াছিল। তাহার দুই বন্ধু ঘরের মেঝেতে বসিয়া ক্যারামবোর্ড খেলিতেছিল। ওই খেলার টুক্‌টাক্ আওয়াজ ঐ গভীর স্তব্ধতা ভেদ করিয়া তাহার নিকট যখন পৌঁছাইতেছিল তাহার যেন মনে হইতেছিল বহুদূর হইতে টু—ক্ টা—ক্ আওয়াজ আসিতেছে। ইজিচেয়ারের সামনে পাথরের গোল টেবিলের উপর স্বামিজী দেখিলেন শৌচাগারের পূর্ব দৃষ্ট ব্যক্তিটি বসিয়া মিটি মিটি হাসিতেছেন। ঐ সময়ের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, "এবার কিন্তু আমি ভয় পাইনি"। দেখিলেন তাঁহার আত্মা দেহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। সেই আত্মা দেখিল দেহ নির্জিব মৃত দেহের মত ঐ চেয়ারে পড়িয়া আছে। ঐ সময় অনেক দূর দূরান্ত, গিরি, নদী, মরু, ভ্রমণ করিয়া আসিলেন। একি অভিজ্ঞতা! আবার কিছুক্ষণ পর ঐ দেহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এর পর সেই টেবিলের উপর বসা ব্যক্তি দেহের ভিতর মিলিয়া গেল। শামুক যেমন নিজের খোলার ভিতর হইতে বাহির হইয়া পুনরায় খোলার ভিতর প্রবেশ করে এ যেন সেইরূপ কে আমার শরীরকে আশ্রয় করিয়া অপরূপ লীলা করিতেছেন।

প্রশ্ন জাগিল কে এই ব্যক্তি! আমার সঙ্গে এইরূপ লুকোচুরি অভিনয় করিয়া চলিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিজয় কৃষ্ণ রায় ও শ্রীনিদাঘ চৌধুরী, ৫৪, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড কলিকাতা-২৬ কর্তৃক প্রকাশিত ও শান্তি আর্ট প্রেস, ২৯/১বি, মনসাতলা লেন, খিদিরপুর, কলিকাতা-২৩ কর্তৃক মুদ্রিত।